যায়যায়দিন

তারিখ 28 JUN 2012
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বদলে যাচ্ছে পাঠদান পদ্ধতি

যায়যায়দি রিপোর্ট

আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বদলে যাচ্ছে স্কুল-কলেজের চিরাচরিত পাঠদান পদ্ধতি। শ্রেণীকক্ষে ব্লাকবোর্ড রেখে চক-ডাস্টার নিয়ে শিক্ষকের নির্ধারিত বক্তৃতানির্ভর পাঠদান পদ্ধতিতে যুক্ত হচ্ছে ডিজিটাল মাধ্যম। ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ইন্টারনেট ব্যবহার করে শিক্ষকরা ক্লাসের জটিল ও বিমূর্ত বিষয়কে শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয়, সহজ, প্রাঞ্জল ও মূর্ত করে তুলবেন। ক্লাস হবে অংশগ্রহণমূলক। সৃজনশীল পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা আনন্দময় পরিবেশে বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেয়ে নিজেদের অভিমতও প্রকাশ করতে পারবে।

বুধবার ঢাকা সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ মিলনায়তনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ শ্রেণীকক্ষে আগামীদিনের পাঠদান বিষয়ে এ চিত্র উপস্থাপন করেন। মন্ত্রী আইসিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্প আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের উদ্ভাবিত ডিজিটাল পাঠ উপকরণ প্রদর্শন এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সনদপত্র বিতরণ করেন। ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ দীপক কুমার নাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব এসএম গোলাম ফারুক, মাউশি মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশীদ, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ফাহিমা খাতুন, প্রকল্প পরিচালক আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

শিক্ষামন্ত্রী নাহিদ বলেন, দেশের সাড়ে পাঠদান : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

পাঠদান : প্রযুক্তির

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

২০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালুর মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সব স্কুল-কলেজকে তথ্য প্রযুক্তির আওতায় আনা হবে। তিনি ডিজিটাল পাঠ উপকরণ তৈরির সময় সতর্কতার সাথে আঞ্চলিকতা, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিতর্কসৃষ্টির মতো বিষয়াদি এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন।

প্রসঙ্গত, আইসিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্পের অধীনে সাড়ে ২০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি করে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, স্পীকার ও ইন্টারনেট মডেম সরবরাহ করা হবে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন করে শিক্ষককে ডিজিটাল পাঠ উপকরণ তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে ছয় হাজার ২০০ শিক্ষককে ১২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে বাকি ১৪ হাজার ৩০০ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এসব প্রশিক্ষিত শিক্ষকরাই নিজ প্রতিষ্ঠানে তাদের সহকর্মীদের প্রশিক্ষিত করে তুলবেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ১৩ হাজার ৭০০টি মাধ্যমিক স্কুল, ৪ হাজার দাখিল মাদ্রাসা, ১ হাজার ২শ আলীম মাদ্রাসা, ১ হাজার ৬শ কলেজ রয়েছে।